160166 - দশদনিরে বদলে দশ রাত্র উিল্লখে করার প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ কী?

প্রশ্ন

আমার জনকৈ আত্মীয়রে মনে এ প্রশ্নটরি উদ্রকে হয়ছে যে, আল্লাহ্ তাআলার বাণীত: "দশরাত্রি" উল্লখে করার প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ কী? অথচ যলিহজ্জরে দশদনিরে ফযলিত দবিাভাগইে ঘট থাক; রাত্রবিলোয় নয়। তবে নঃিসন্দহে আল্লাহ্র রয়ছে পরপিূর্ণ প্রজ্ঞা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ "শপথ ফজররে। শপথ দশরাত্ররি।"[সূরা আল-ফাজর (১০২)] আলমেদরে মাঝে মতভদে ঘটছে যে, শপথকৃত দশ দ্বারা উদ্দশ্যে কী:

১। জমহুর আলমেরে মত, সগেুলো যলিহজ্জরে দশদনি। বরং ইবনে জারীর (রহঃ) এই মর্ম ইজমা (ঐকমত্য) নকল করে বলছেনে য: "সগেুলো হচ্ছ— যলিহজ্জরে দশরাত্র; তা'বীলকারগণরে (তাফসরিকারগণরে) এই মর্ম ইজমা করার দললিরে ভত্তিত।"[তাফসীরে তাবারী (৭/৫১৪) থকে সংকলত]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: "দশরাত্র: এর দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ যলিহজ্জ মাসরে দশদনি; যমেনট বলছেনে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনুয যুবায়রে ও মুজাহদি প্রমুখ পূর্বসূর ও উত্তরসূর আলমেগণ।"[তাফসরি ইবনে কাছরি (৪/৫৩৫)]

এখান একট প্রশ্ন উত্থাপতি হয়। সটে হল: দনিগুলোক রাত বল উল্লখে করার প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ কী?

এ প্রশ্নরে উত্তর নম্নিোক্তভাব দওেয়া যতে পার:

এখান দনিগুলো সম্পর্ক রাত শব্দ ব্যবহার করা হয়ছে। যহেতেু আরবী ভাষায় প্রশস্ততা রয়ছে। কখনও কখনও রাত শব্দ উল্লখে কর দনি উদ্দশ্যে করা হয় এবং দনি শব্দ ব্যবহার কর রাত উদ্দশ্যে করা হয়।

তব সাহাবায় করোম ও তাবয়েীনদরে মুখ অধকি ব্যবহার হল: রাত শব্দক দনি অর্থ ব্যবহার করা। যমেন তাদরে কথার মধ্য এসছে: صمنا خمسا (আমরা পাঁচ রাত রোযা রখেছে)ি। যদওি রোযা দনিরে বলোয় রাখা হয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বেশ কিছু আলেম এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (৪/৩৩৪) এবং ইবনে রজব 'লাতায়েফুল মাআরেফ' গ্রন্থে (৪৭০)।

২। কিছু কিছু আলেমের মতে এবং সেটিও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এখানে দশরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— রমযান মাসের শেষ দশরাত্রি। তারা বলেন: যেহেতু রমযানের শেষ দশরাত্রির মধ্যে লাইলাতুল ক্বদর রয়েছে। যে রাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: "লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) হাজার মাসের চেয়ে উত্তম"। তিনি আরও বলেন: "নিশ্চয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ জারী করা হয়।"[সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ মতকে নির্বাচন করেছেন; কেননা আয়াতের বাহ্যিকতার সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দেখুন: শাইখ উছাইমীনের 'তাফসিরে জুয আম্মা'